শাঁখারিবাজারের ভবন ধ্বসে প্রাণ হারালো ১৯ জন। গত বছরের শাঁখারিবাজার ট্রাজেডির ভোর না দেখতে পারা মানুষের জন্য আজ আমরা শুধুই শোকাহত। কিন্তু একটি সুন্দর ভোর দেখাতে বার বার ব্যর্থ হওয়ার কারণ নিয়ে

লিখেছেন **আসাদুর রহমান** ও **মারুফ রনি**

যেকোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে আরেকটি শাঁখারিবাজার ট্র্যাজেডি

৯ জুন, ২০০৪। শাঁখারিবাজার এলাকায় হঠাৎ ধসে পড়ে ১২৭ নং বাড়িটি। নিহত হয় বাড়ির ১৯ জন বাসিন্দা। বাবা-মা হারিয়ে বেঁচে যায় পিংকি নামের একটি মেয়ে। ওরা বাসাটিতে ভাড়া থাকতো। পিংকি এখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। শাঁখারিবাজারে তার চাচার পরিবারের সঙ্গে থাকে। কিন্তু পিংকির জীবন এখনও নিরাপদ নয়। এখন যে বাড়িতে থাকে এ বাড়িটিও যেকোনো সময় ধসে যেতে পারে।

শাঁখারিবাজারের ট্র্যাজেডির পর সিটি করপোরেশন সিদ্ধান্ত নেয় এখানে যেসব বাড়ি বসবাসের অযোগ্য ও বিপজ্জনক সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত এসব বাড়ির একটিও ভাঙা হয়নি। ফলে এ এলাকায় প্রায় কয়েক হাজার মানুষ জীবন যাপন করছে ব্যাপক হুমকির মুখে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা মিলে শাঁখারিবাজার পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করে। কমিটি এবং ঢাকা সিটি করপোরেশন এখানকার ১৪২টি বাড়ির মধ্যে প্রায় ৯০টি বাড়ি থাকার অযোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। এর মধ্যে ২৯টি বাড়ি বসবাসের জন্য একেবারেই অযোগ্য এবং সেগুলো অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে বলে নির্দিষ্ট করা হয়। বাকিগুলো সংস্কার করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্তও ভেঙে ফেলার নির্দেশনাপ্রাপ্ত বাড়িগুলোর একটিও ভাঙা হয়নি। কয়েকটি বাড়িতে সামান্য কিছু সংস্কার করলেও অধিকাংশ বাড়িগুলোতে সংস্কারের সামান্য ছোঁয়াটুকুও লাগেনি।

শাঁখারিবাজারে মেয়াদোত্তীর্ণ দুটি বাড়ি

স্থানীয় মানুষ জানে এ বাড়িগুলোতে বসবাস করা বিপজ্জনক। তবু তারা এখানে বসবাস করছে। কিন্তু এ সমস্যাটি কোনো সমাধানের দিকে এগুচ্ছে না।

শাঁখারিবাজারের এ বাড়িগুলোর অধিকাংশই শ।“ সম্পত্তি। ফলে এখন এই বাড়িগুলোতে যারা বসবাস করছেন তারা এটি সংস্কারে আগ্রহী নন। অন্যদিকে এই বাড়িগুলোয় রয়েছে অনেক মালিক। এমনও বাড়ি রয়েছে যার অংশীদার ১৫ থেকে ২০ জন। অংশীদারদের কেউ থাকে দেশে, কেউবা ভারতে, ফলে বাড়িগুলোর বর্তমান বাসিন্দারা বাড়ি সংস্কারে আগ্রহী নয়।

বাড়ি ভাঙা এবং সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিতে গঠন করা হয়েছিল শাঁখারিবাজার পঞ্চায়েত কমিটি। কমিটিতে রয়েছেন ২১ জন সদস্য। কমিটির আহ্বায়ক ভোলানাথ দত্ত সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এখানকার বাড়িগুলো সংস্কারের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। কারণ স্থানীয়রা আর্থিকভাবে শক্তিশালী নয়।' উল্লেখ্য, এই কমিটির প্রতি স্থানীয়রা সন্তুষ্ট নয়। এক বাড়ির নাম প্রকাশে

অনিচ্ছুক মালিক জানান, এখানকার পুরনো বাড়িগুলো যেন ভাঙতে না হয়, সেজন্য কিছু ধান্দাবাজ বাড়ির মালিক এই কমিটি করেছে। এরা কোনো কাজ করে না। এক বছর হয়ে গেলেও তারা একটি বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বময় সুর ২০০০কে বলেন, 'এই কমিটিতে ভোলানাথ তার ইচ্ছামতো লোকজন নিয়েছে। এদের অধিকাংশই বাড়ির মালিক না, কমিটি শুধু ধান্দাবাজি করে, মানুষের কোনো কাজ করে না। শাঁখারিবাজার এলাকার অধিকাংশ বাড়িগুলো রয়েছে হুমকির মুখে। এগুলো ভেঙে পড়ে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখানকার জরাজীর্ণ বাড়িগুলো কোনো মতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাচীন আমলের ধরন গড়নে তৈরি বাড়িগুলো বর্তমানে বসবাসের জন্য একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এবারও বাড়িগুলোতে নিম্নআয়ের মানুষ

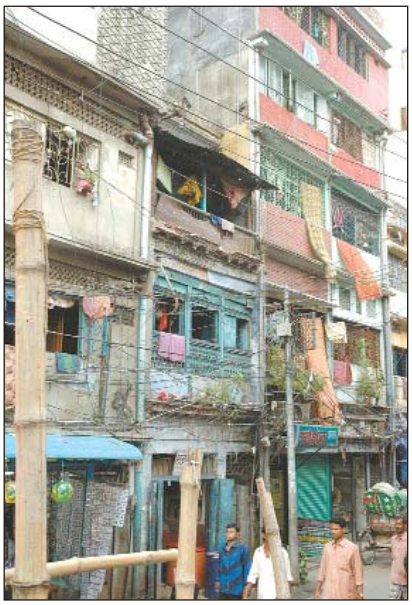

ঘিঞ্জি শহরের ঘিঞ্জি এলাকা শাঁখারিবাজার

গাদাগাদি করে বসবাস করছে। পুরনো ভাঙা বাড়ি হওয়ায় এই বাড়িগুলোর ভাড়া কম। তাই নিম্নআয়ের দিনমজুর শ্রেণীর মানুষ এসব বাড়িগুলোতে ভাড়া থাকছে। সরেজমিনে দেখা গেছে এসব বাড়িতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় মানুষ বসবাস করছে।

১২৬ নং বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হওয়ায় সিটি করপোরেশন থেকে নোটিশ এসেছিল। কিন্তু তা উপেক্ষা করে বাড়িটিতে ৪ পরিবারের ১৪-১৫ জন মানুষ বসবাস করছে। বাড়িটির দেয়ালের কয়েক স্থানে ফাটল ধরছে। চুন সুরকির তৈরি গাঁথুনির কিছু কিছু স্থান খসে পড়ছে। ১২৬ নং বাড়ির পাশের বাড়িটির অবস্থা আরো খারাপ। বাড়ি দুটো একে অন্যের সঙ্গে লাগোয়া। এখানের দুটো বাড়িই একসঙ্গে

শাঁখারিবাজার ট্রাজেডিতে সব হারিয়ে বেঁচে যাওয়া পিংকি

ভাঙতে হবে। তা না হলে একটি বাড়ি ভাঙতে গেলে অন্যটি ভেঙে পড়বে।

১৪ নং বাড়িটির অবস্থাও একই রকম। বাড়িটির দেয়া বেশ কিছু অংশ খসে পড়ছে। কিন্তু এর কোনো সংস্কার নেই। বাড়ির মালিক মনোরানী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০কে বলেন, 'আমরা বাড়ি ভাঙতে রাজি আছি। আমরা সিটি করপোরেশনের চিঠি পেয়েছি। তারা বলেছে ৩০ দিনের মধ্যে বাড়ি ভাঙতে, কিন্তু আমাদের এখানে একটা কমিটি আছে। তারা না বললে আমরা বাড়ি ভাঙতে পারি না।'

বাড়িগুলোয় কোনো কোনোটিতে ধান্দাবাজ কিছু লোক তাদের আস্তানা গেড়ে বসেছে। সরকারের উচ্চ মহলে তাদের হাত রয়েছে। আর এসব ঘুপচি বাড়িগুলোতে এ সুযোগে তারা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতারণার ব্যবসা।

১১৩ ও ১৩৫ নম্বর বাড়িটি একজন হিন্দু সাধু দখল করে বসেছে। ১১৩ নম্বর বাড়িতে সে তার আসর সাজিয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ১১৩ নম্বর বাড়িটির গড়ন খুবই প্রাচীন। বাড়িটির ভেতরের দেয়ালগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে গা ঘেঁষা, দু'জন মানুষ সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি চলাচল করতে পারে না। এই বাড়িটির পাঁচতলায় ছিল বাড়ির পূজা ঘর। এই তলায় সাধু তার ব্যবসা জমিয়ে বসেছে। প্রচুর মানুষ আসছে তার কাছে। নিয়ে যাচ্ছে পানি পড়া, খাবার পড়াসহ নানা কিছু। মানুষের ভারে এই বাড়িটি যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে।

সাধুর দুটি বাড়িই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাধু উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'আমি বাড়ি ভাঙবো না। আমার সম্পর্কে খোকা, বাবর জানে। তারা আমাকে বলেছে আমি যেন বাড়ি না ভাঙি। আমি মামলা করেছি।'

শাঁখারিবাজারের বাড়িগুলো ভাঙার বিষয়ে সিটি করপোরেশনের অধিকাংশ সূত্র মুখ খুলতে নারাজ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিটি করপোরেশনের দায়িত্বশীল একটি সূত্র বলেন, এখানকার অধিকাংশ বাড়িগুলো ১০ ফিট বাই ৮০ ফিট বা ১০০ ফিট। এতোটুকু জায়গায় ৫-৬ তলা বিল্ডিং তোলা হয়েছে। আমরা সার্ভে করে দেখেছি জরাজীর্ণ হয়ে বাড়িগুলোর ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়িগুলো একটি অন্যটির গায়ে গায়ে লাগানো। তাই এই খারাপ অবস্থাতেও বাড়িগুলো কোনোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখন যদি কোনো একটি বাড়ি ভাঙা হয় তবে দেখা যাবে পাশের বাড়িটিও ধসে পড়বে। তাই এখানে মেয়াদোত্তীর্ণ সবগুলো বাড়ি এক সঙ্গে ভাঙতে হবে।

শাঁখারিবাজারের এই মেয়াদোত্তীর্ণ বাড়ির মালিকরা বাড়ি ভাঙতে সরকারের কাছে সহজ শর্তে ঋণ চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূত্রটি বলেন, সিটি করপোরেশন থেকে স্থানীয় লোকজনদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সার্ভে করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে এ বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত ঐ সভাতেই নেয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট অন্য একটি সূত্র জানায়, দুর্ঘটনার পর এক বছর অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার এদের নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলছে খুবই ধীরগতিতে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরেও এ বিষয়ে অগ্রগতি হওয়া সম্ভব নয়।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**

ঐতিহাসিক ১০ জুন

আমরা স্মরণ করছি ভূমিহীন ইন্তাজ, জায়েদা, করুণাময়ী, লোকমান, লালমোহন, হায়দারসহ ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় যারা জীবন দিয়েছেন

ভূমি অধিকার দিবস জাতীয় উদ্‌যাপন পরিষদ '০৫